SGN Bengali

শঙ্কর গুহনিয়োগী স্মারক বক্তৃতা

সংঘর্ষ ও নির্মাণ—উন্নয়ন ও বিকল্প

[কলকাতায় ১২ই জুন '৯৩-এর আলোচনা উপলক্ষে প্রকাশিত]

লোকসাহিত্য পরিষদ, ছত্তিশগড়

"রচনা (নির্মাণ) আর সংগ্রাম (সংঘর্ষ)—এ দুটি আমাদের আন্দোলনের প্রধান দিক। আমাদের রচনাত্মক (নির্মাণমূলক) কাজ করতে হবে আর শোষণ—প্রতিটি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হবে।"

—আসন্ন মৃত্যুপূর্ব, শংকর গুহ
নিয়োগীর টেপ রেকর্ডেড্ বয়ান।

"সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য, অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম আর ছোট-ছোট নির্মাণ। যা বিকল্প গড়ার ক্ষেত্রে নতুন রচনার উন্মেষ ঘটাবে। আমরা এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) চালাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই শোষণভিত্তিক—জনবিরোধী ব্যবস্থা পালটাবার লক্ষ্যেই "সংঘর্ষ ও নির্মাণের" রাজনীতির কথা আমরা বলছি।"

১৯৮৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর
"মত প্রকাশ" পত্রিকার পক্ষে কুশল
দেবনাথের নেওয়া কম্ শংকর
গুহ নিয়োগীর সাক্ষাৎকার।

"ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চা সংগঠনের কর্মনীতিকে বলে সংঘর্ষ আর নির্মাণের নীতি"। একদিকে শোষণ নির্ভর বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ আর তারই পাশাপাশি ছোট ছোট পরীক্ষামূলক নির্মাণ কাজ, যেগুলির মধ্যে দিয়ে শোষণহীন সমাজের স্বপ্নের এক একটা ছোট অংশ বাস্তবায়িত হয়, মানুষ উৎসাহিত হন, অনুপ্রেরণা পান পরিবর্তনের লড়াই-এ সামিল হতে, লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যেতে।"

শহীদ হাসপাতাল : একটি পরীক্ষার নাম
পুণ্যব্রত গুণ (অভিমুখ, শংকর গুহ
নিয়োগী স্মরণ সংখ্যা, বইমেলা, ৯৩)

আজ ছত্তিশগড়ের শ্রমিক-কৃষকের মনে একটি স্বপ্ন জেগে উঠছে। নতুন ও সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন। একটি ছোট অংকুর ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। একদিন এক সুন্দর ফুল ফুটবে। শহীদ হাসপাতালের জন্মে এই স্বপ্নের এক ছোট অংশ সাকার হচ্ছে।…

এই স্বাস্থ্য কার্যক্রম আজকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন। আমাদের বিশ্বাস যে এক নতুন সমাজের অংকুরই আজকের পচা-গলা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্ম দিতে পারে।

এই কার্যক্রম সংগ্রামশীল শ্রমিকদের কার্যক্রম। যতদিন অবধি শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে, ততদিন অবধি এই কার্যক্রমও বেঁচে থাকবে, এগিয়ে যেতে থাকবে।

শহীদ হাসপাতালের জন্ম এবং স্বাস্থ্য
আন্দোলনের দিশা—আশিস কুণ্ডু
(শহীদ হাসপাতাল—স্বাস্থ্যের পথে
নতুন পদক্ষেপ, জুন ১৯৮৩)

●

"...No revolutionary programme is born out of a vacuum, but out of the womb of bourgeois traditions......It is necessary to articulatc our objectives in terms of the general differences between bourgeois reformism and revolutionary social reform programmes. The first difference, is that bourgeois reformism is directed primarily at suppressing the emerging class antagonism and contradictions between state power and people's power. Revolutionary social reform, on the other hand, by the very fact that it is based on a militant recognition of class antagonisms and of the oppressive nature of the state power, is directed towards precisely the opposite goal. Consequently, the most

important goal of a revolutionary reform programme is not the achievement of the reform towards which it is putatively directed, but to further the political struggle of which it forms a part.

The second difference is that revolutionary reform does not derive its strength from any exogenous group of "Reformers" standing outside the mainstream of the people's movement. Instead, its primary resourses are the political consciousness, organised strength and creative power of the working class and peasantry. Consequently, we can not take a single step in this programme without considering the direction in which the people want it to proceed. Any attempt to work out new ideas has to be proceeded by an effort to explain these to the people, and to establish them in the popular consciousness.

This also means that at any given moment, the direction of the programme cannot be governed by "a priory" consideration of the appropriateness of the measures taken. The existing direction is always limited by the existing perception of the people of the issues around which the programme is formed, based on their collective past experience. Neverthless, it is necessary for those leading programmes to have a deep and concrete historical knowledge of similar programmes, and of the issues as they exist concretely in the community. This knowledge is necessary so that it may be posed in a constant dynamic tension to existing perceptions, so that the two may come close to each other in a dialectical process of successive approximation.

The third difference is that revolutionary reform is vitally conscious of the inevitability of its own failure. That is, we believe that the ills which owe their existence to an oppressive social order can not, except marginally, be cured except by a radical restructuring of that order, i. e. revolution. Consequently, we do not hope not expect that our programme will succeed in effecting more than marginal improvements. However, our attempt is to direct the energies of the people into the establishment of an institution and a programme which reflects their aspirations, and in this process presents to them a radically new vision of an alternative social order.

We also hope to create within the internal organisation of the programme, an image of what the social organisation of such a programme in a socialistic society might be. Through the working of the programme and through its internal organisation, we also hope to raise questions in the minds of the people about the way in which the existing social and political structure and the existing health services exappropriate rather than add to the health of the people, and thereby articulate a living critique of one part of the existing social order.

The Rajhara Health Programme—
A year's Experience, Dr. Binayak
Sen, 1982.

●

সংঘর্ষ ও নির্মাণের তত্ত্ব :

অনেকে সংঘর্ষ ও নির্মাণের তত্ত্ব বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না। আমি বিশ্বাস করি সংঘর্ষ-নির্মাণের তত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞানে নতুন অবদান। মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন স্তালিন মাওয়ের পরে সমাজ বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব নতুন আলোর দিশারী। কিন্তু কেন? অনেকে বলবেন সংঘর্ষ না হয় বুঝলাম নির্মাণ তো সংস্কার। না নির্মাণ সংস্কার নয়। নির্মাণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব, নির্মাণ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন মানসিকতা ও নতুন মানুষ গড়ার পথ। এপথ সৃজনশীলতারও পথ। শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে নির্মাণের কথা ইতিপূর্বে সমাজ বিজ্ঞানীরা তেমন ভাবেন নি। ভাবলেও প্রয়োগে রূপান্তরিত হয়নি। অর্থনীতি পালটালে সংস্কৃতি রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে যাবে এ ধারণার বিরুদ্ধে সমাজ বিজ্ঞানীরা অনেকটা আটকে গিয়েছিলেন। মাও সে তুং বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তাই সংঘর্ষ নির্মাণের তত্ত্ব ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব সে কথাই বলে। অনেকে বলবে—শ্রেণী সংগ্রামের চরম পর্যায়ে সব নির্মাণই তো শোষক শ্রেণী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, দেবে। মানসিকতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। সংঘর্ষের জন্য নির্মাণ ও নির্মাণের জন্য সংঘর্ষ-এর অর্থ সংঘর্ষের শুরু থেকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরু। It is a continuous and neverending intercourse between class struggle and social and cultural struggle. শোষকশ্রেণী শোষণ করার জন্য সংঘর্ষ করছে, বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণী শোষণ মুক্তির জন্য সংঘর্ষ করছে। শোষক শ্রেণী শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য নির্মাণ করছে—শ্রমিক ও কৃষকরা মানুষের সেবার জন্য, সংঘর্ষকে শক্তি যোগানোর জন্য নির্মাণ করছে। এ পথেই এ প্রতিবিপ্লবকে আটকানো সম্ভব। তাই সমাজ বিজ্ঞানে এ এক নতুন দিশারী। অবশ্যই নতুন দিশারী।

শংকর গুহনিয়োগীকে যেমন দেখেছি,
সমীর রায় (দিগন্ত বলয়,
অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২, প্রসঙ্গঃ শংকর গুহনিয়োগী)

দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিন ধারার মধ্য দিয়ে পেরিয়েও শংকর গুহ নিয়োগী ছিল এক চতুর্থ ধারা। এই ধারা সমন্বয়ের। অতীতের সমস্ত পরীক্ষা থেকে সাকারাত্মক অংশ বেছে নিয়ে ছত্তিশগড়ের মাটিতে এক নতুন মডেল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। মডেল প্রবল গতিতে চলতেও শুরু করেছিল। মডেলের এক পা ছিল সংঘর্ষ, অন্যটা নির্মাণ। তাই শ্রমিকের মজদুরীর লড়াই, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই, দমনের বিরুদ্ধে লড়াই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল স্কুল, হাসপাতাল, পরিবেশ রক্ষার গঠনমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে।

সমস্ত কর্মকান্ডের মধ্যেও শংকর গুহ নিয়োগী যে মূল দিশা থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি, সেটা হচ্ছে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং মার্কসবাদী দর্শনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যেটা এখনও বাবু-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ড্রইং রুমে আবদ্ধ, সমাজের জমিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। এক কথায় বলা যেতে পারে, নিয়োগীর সমস্ত চিন্তা এবং কর্মকান্ডের মধ্যমণি ছিল মার্কসবাদের ভারতীয়করণ।…চীনে যেটা মাও বিপ্লবের পরে করার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতের জাত, পাত, ধর্মে বাঁটা সমাজে সেটা প্রথম থেকেই প্রয়োজন। ভারতের ক্ষেত্রে সামাজিক সুধারের আন্দোলন সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই এক অঙ্গ যদি সেটা সমাজবাদী লক্ষ্য নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে হয়। শংকর গুহ নিয়োগী খনি মজদুরদের নিয়ে সে আন্দোলন শুরু করেছিল।

দেশের শিল্প রুগ্ন হোক না হোক, শ্রমিক আন্দোল যে রুগ্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউনিয়নের ওপর মজদুরদের নেতৃত্ব নেই, ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ নেই মজদুরদের ওপর। এখানেও নিয়োগী এক বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের মডেল রেখেছে। "অর্থনীতিবাদের অন্ধকার নয়, আর্থিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আলো দেখতে চাই। চাই আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা। চাই নতুন সংস্কৃতির বিশুদ্ধ বাতাস, চাই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন।" বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের জন্য প্রথম যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে

নেতৃত্বের এক সমগ্র দৃষ্টি। ভারতের মুক্তি কোনও একাংক নাটক নয়, আর একাকী দৃষ্টিকোণ নিয়েও এর জটিল সমাজকে বোঝা যাবে না। ইতিহাস এবং সমাজ সম্বন্ধে এক সমগ্র দৃষ্টিই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সুবিধা পাওয়ার দোকান থেকে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির স্কুলে পরিণত করতে পারে। শুধু আর্থিক স্তর নয়, শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনীতির নেতৃত্বে আনতে গেলে নৈতিক উত্থানের কর্মসূচি চাই। তাই বোনাস এবং বেতনের আন্দোলন থেকে না পালিয়েও মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাই, দলিত জাতিসত্ত্বার আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াই চাই, সামাজিক অনিয়মের অবসান চাই, পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টা চাই। সবকিছুই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে হওয়া চাই। তাই আমরা দেখি, ছত্তিশগড়ের মজদুর মদের ঠিকাদারের বিরুদ্ধে লড়ছে, চীনে বিপ্লবীরা যেমন আফিমের বিরুদ্ধে লড়েছিল। নিজেরা স্কুল, হাসপাতাল গড়ে তুলছে। দেখিয়ে দিয়েছে, বেসরকারি বা সরকারি ক্ষেত্র নয়, সব থেকে ভাল শ্রমিক ক্ষেত্র। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে শিল্প চললে অর্ধেক রোগ দূর হয়ে যাবে।···

অপরাজিত শংকর, এ কে রায়

(আজকাল, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)

নিয়োগী এক আশ্চর্য শ্রমিক নেতা ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের ঐক্য এবং অনুপ্রেরণার জন্য এগুলিকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন। তিনি শ্রমিক আন্দোলনে ছত্তিশগড়ী জাতিসত্ত্বার প্রশ্নটিকেও যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ছত্তিশগড়ী জাতিসত্ত্বার বুর্জোয়া প্রতীকগুলির বিপক্ষে শ্রমিকদের নিজেদের প্রতীক খুঁজে বের করা জরুরি ছিল। ছত্তিশগড়ী লোক-সাহিত্যে ইংরেজ সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এমন এক নওজোয়ান বীর নারায়ণ সিং এর উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। নিয়োগী এগুলির মধ্য থেকে বীর নারায়ণ সিং এর পুরো ইতিহাস খোঁজার কাজ শুরু করেছেন। আর তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যুদ্ধরত এই নবযুবক

আদিবাসী নেতার রায়পুর জেলাস্থিত সোনাখান গ্রামে গিয়ে পেঁছান এবং সমস্ত তথ্য খুঁজে বের করেন। ১৮৫৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর রায়পুর শহরের চৌরাস্তায় বিদ্রোহ করার অভিযোগে ইংরেজ শাসকরা বীর নারায়ণ সিংকে ফাঁসী দিয়েছিল। নিয়োগী এই দিনটিকে ছত্তিশগড়ী শ্রমিকদের শহীদ দিবস করে তোলেন। ১৯৭৮ থেকে আজ অবধি ১৯শে ডিসেম্বর সংগ্রামী শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হন এবং শহীদ বীর নারায়ণ সিং এর আত্ম বলিদান থেকে নিজেদের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা নেন। এই বিষয়ে শ্রমিকদের নিজেদের গান ও নাটক তৈরীর জন্য নিয়োগী শ্রমিকদের মধ্যে শিল্পীদল গড়ে তোলেন। এই শিল্পী দল সমগ্র অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কারখানা খনি এবং গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের খবর পেঁছে দেয়।

বিষয়টা এমন নয় যে, নিয়োগী যে বিকল্প সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সমস্তটাই সফল হয়েছে। শহীদ স্কুল এবং শহীদ হাসপাতাল তৈরীর পর নিয়োগী এক শহীদ টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউট গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। যেখানে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কারিগরী জ্ঞানে শিক্ষিত করে ছত্তিশগড়ে বিকাশমান শিল্পোদ্যোগগুলির যোগ্য করে তোলা যায়। নিয়োগী চিন্তিত ছিলেন যে ছত্তিশগড়ের বাইরের লোক কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ছত্তিশগড়ের কল-কারখানাগুলিতে চাকরি পেয়ে যায় যখন কিনা স্থানীয় যুবক চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। এই টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউট মজদুরদের চাঁদায় তৈরী হওয়ার কথা ছিল। নিয়োগী রাজ্যের তৎকালীন সরকারের কাছে কেবলমাত্র স্বীকৃতির দাবি জানাতে থাকেন। অনেক নেতা এবং আমলার কাছে লিখিত প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু কেউই এতে কর্ণপাত করল না। আমার মনে পড়ে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এক উচ্চপদস্থ সেক্রেটারীর কথা। এ বিষয়ে সরকারের মনোভাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সরকার তো নিয়োগীর হরতাল আর ধর্ণার মোকাবিলা করতে পারে, কিন্তু শহীদ টেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউট তৈরী হলে যে বিপদ উৎপন্ন হবে তার

মোকাবিলা করা কোনো প্রাদেশিক সরকারের পক্ষেই সম্ভব না। তাই এর জন্য সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না।" নিয়োগীও সরকারের এই অসঙ্গতি বুঝেছিলেন তাই সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নির্মাণের কাজ যেমন একদিকে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ছিল তেমনই ছিল আন্দোলনের এক কার্যকরী রণনীতিও। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও মনে করতেন যে, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক বিকল্প শ্রমিকদেরই তৈরী করতে হবে। শহীদ হাসপাতালের সমগ্র ব্যবস্থা এবং হাসপাতাল, জনতার মধ্যে যে শিক্ষামূলক এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করছে তার থেকে দল্লী রাজহরার প্রত্যেকটি শ্রমিকের কাছে আজ শ্রমিকদের হাসপাতাল এবং 'পুঁজিবাদী' বি. এস. পি. হাসপাতালের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছত্তিশগড়ে যখন শ্রমিকরাজ স্থাপিত হবে তখনকার ছত্তিশগড় কেমন হবে—এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে নিয়োগী স্বয়ং একটি রোমান্টিক ও প্রেরণাদায়ী কবিতা লেখেন, আজ সেই কবিতা ইউনিয়ন অফিসের বাইরের দেওয়ালে লেখা আছে। এই কবিতাকে ছত্তিশগড়ের লোক কতটা বুঝতে পেরেছে তা আজ আমরা সম্ভবতঃ প্রমাণসহ বলতে পারবো না, কিন্তু যেভাবে এই অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রাজহরার বি এস পি হাসপাতালসহ অন্য হাসপাতালকে তাচ্ছিল্য করে শহীদ হাসপাতালে আসেন তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সংগঠিত শক্তির সঙ্গে নিজস্ব বিকল্পকে চিত্রায়িতও করেন তাতে বোঝা যায়, এই হাসপাতাল শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত ১৪-১৫ মাস ধরে চলে আসা ভিলাই আন্দোলনের সময় শহিদ হাসপাতালের ডাক্তাররা বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে আন্দোলনরত শ্রমিকদের চিকিৎসা করে চলেছেন। আর হাসপাতালের তহবিল থেকে ৬০ হাজার টাকার ওষুধ দিয়েছেন। একইভাবে দল্লী-রাজহরার শ্রমিক নিজেদের পয়সা দিয়ে ভিলাই আন্দোলনকে সহায়তা করে 'সংঘর্ষ' এর জন্য নির্মাণ, নির্মাণের জন্য সংঘর্ষ" শ্লোগানটিকে সাকার

করেছেন। নিয়োগী মনে করতেন এক বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে এভাবেই চেনা যায় যে, যখন সে অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার থেকে এগিয়ে গিয়ে সমগ্র এলাকা এবং সমাজের বিকাশের জন্য সংগ্রাম করে। আর সংগ্রামের সময় শোষণহীন সমাজের উদাহরণ স্বরূপ সুনির্দিষ্ট বিকল্পও নির্মাণ করে।...

যিনি 'সংঘর্ষ' ও নির্মাণ'-এর সমন্বয়
সাধন করেছেন, ডঃ অনিল সদগোপাল
(সংঘর্ষ ও নির্মাণ, অনুষ্টুপ সংকলন,
বইমেলা, ১৯৯২)

সংঘর্ষ আরনির্মাণ ঃ

ছত্তিশগড়ের ব্যাপক এলাকায় কমু শংকর গুহ নিয়োগী এক নতুন ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক আান্দালন শুরু করেছিলেন। এক বছর আগে শিল্পপতিদের গুণ্ডা তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু তাঁর ভাবনার মৃত্যু হয়নি। ছত্তিশগড়ের পাশাপাশি আজ ভারতের অন্য জায়গায়ও তাঁর ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে। শোষণমুক্তি সংগ্রামের এই মহান বীরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার সময় আজ তাঁর ভাবনার উপর ব্যাপক চর্চা হওয়া উচিত। বিশেষতঃ তাঁর রাজনৈতিক ধারণার অন্তর্বস্তু "সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতির" উপর বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।

শংকর গুহ নিয়োগী সমাজের গুণগত পরিবর্তন চাইতেন। গত দুই দশকে অধিকার অর্জনের জন্য ছত্তিশগড়ের মেহনতী মানুষ নিয়োগীর নেতৃত্বে একের পর এক গণতান্ত্রিক লড়াই লড়েছেন। নিয়োগীর ভাবনা এরকম ছিল না যে বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সংগ্রামের মাধ্যমে শোষিত জনতা একটু কিছু সুবিধা পাবে আর খুশী হয়ে বসে যাবে। প্রতিটি অর্থনৈতিক লড়াই-এর পাশাপাশি তিনি ছত্তিশগড়ের শ্রমিক শ্রেণীকে এক নতুন বিকল্প সমাজের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। আর সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামও এগিয়ে যেত।

নিয়োগী মনে করতেন যে, শ্রমিক শ্রেণী সমাজের অগ্রণী অংশ, তাই তার উচিত আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকল্পগুলির বিকাশের প্রক্রিয়ার বিষয়ে ভাবা এবং ভাবনাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো। নিয়োগী ভাবতেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশকে নিজের শক্তিতে কিছু জনকল্যাণকারী উদাহরণ স্থাপন করা উচিত, যার জন্য জনতা লড়তে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ ওই বিকল্পের উদাহরণ নিজে করে দেখাক এবং শ্রমিক-শ্রেণীর পিছিয়ে থাকা অংশকে এবং জনতাকে সংগ্রামের পথে, বিকল্পের পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সক্রিয় করে তুলুক। একে নিয়োগী "নির্মাণ" বলতেন।

নিয়োগী বলতেন—"সংঘর্ষ-এর জন্য নির্মাণ, নির্মাণ-এর জন্য সংঘর্ষ"। এ এক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। এই শ্লোগানের অর্থ হল, সমাজের অগ্রণী অংশ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন কিছু নির্মাণ করে দেখাবে, যাতে করে সমাজের ব্যাপক মানুষ নতুন নতুন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। 'সংঘর্ষ' ও নির্মাণের রাজনীতি'তে সংঘর্ষ প্রধান। নির্মাণের অর্থ কেবল সংস্কার নয়, এও সংগ্রামেরই অংশ।

কমঃ নিয়োগী দল্লী-রাজহরায় সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

ছত্তিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক দাবীর লড়াই-এর সাথে সাথে "স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম করো" শ্লোগান নিয়ে আন্দোলন জেগে ওঠে। এ লড়াইয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিকল্প ভাবনা জন্ম নেয়—যার সৃষ্ট রূপ শহীদ হাসপাতাল। একদিকে সংগ্রামের মধ্যে এ নির্মাণ কাজের জন্ম হল, অন্যদিকে শহীদ হাসপাতাল বিকল্প স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনতাকে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। বর্তমান সমাজের স্বরূপ মানুষের মনে পরিষ্কার হল। তাঁদের মনে নতুন সমাজের স্বপ্ন জাগল। নতুন সংগ্রামের ঢেউ তৈরী হল।

পরিবেশ সম্বন্ধেও নিয়োগীজী ভাবতেন। সি এম এস এস অফিসের পিছনে এক ছোট জঙ্গল বানানো হল। "নিজের জঙ্গলকে জানো" এ শ্লোগানের সাথে যে আন্দোলন শুরু হল যাতে করে শোষণহীন সমাজে জঙ্গল কেমন হবে সে বিষয়ে জনতার ধারণা তৈরী হয়।

সরাববন্দী আন্দোলন—এরকম আরেকটি উদাহরণ। নেশা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। নিয়োগী ভাবলেন, কি শ্রমিক যদি নেশায় ডুবে থাকে তাহলে সে অনেক ভাল সাংস্কৃতিক-সামাজিক নির্মাণের কাজে নিজের অবসর সময় দিতে পারে? এই ভাবনা থেকে খবরের কাগজ পড়া, শারীরিক শ্রম, খেলা-ধুলা, নাচ-গান প্রভৃতি অভ্যাস শ্রমিকদের মধ্যে আনা হল। হাজার হাজার শ্রমিক মদ ছেড়ে দিলেন।

মজদুর বিরোধী মেশিনীকরণের বিপক্ষে অর্ধ মেশিনীকরণ বিকল্প হিসাবে এল, যাতে শ্রমিকদের ছাঁটাই বন্ধ হয়।

তাঁর উদ্যোগে দল্লী-রাজহরার শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের জন্য স্কুল আর শহীদ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ চালু হয়।

নিয়োগীর ধারণা ছিল যে নির্মাণের এই উদ্যোগগুলিতে নতুন ব্যবস্থার ভ্রূণ বাড়বে। মেহনতী মানুষ এ-নির্মানের স্রষ্টা আর সাধারণ মানুষের সেবা করবে নির্মাণগুলি। আবার এই নির্মাণগুলির মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের মধ্যে নতুন সমাজের স্বপ্ন অংকুরিত হবে। জনতাও বিকল্প সমাজের স্বপ্ন দেখা শুরু করবে এবং অন্যদের স্বপ্ন দেখাতে শেখাবে। জন-উদ্যোগ আর জনসংগ্রামে বিকশিত এক একটি নির্মাণ সংগ্রামশীল মানুষের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। বর্তমান সমাজের পচা-গলা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁদের ঘৃণা তীব্র হয়। এসব নির্মাণে জনতার মধ্যে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরী হয়। শোষিত-নিপীড়িত জনতা নতুন সংগ্রামে, নতুন উদ্যোগের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন।

এখন মনে রাখতে হবে যে, সংশোধনবাদী সংস্কারক কিছু সংস্কার করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে চায়। তারা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতে দেয় না। মানুষের লড়াই করার স্পৃহাকে নষ্ট করে তাকে নিষ্ক্রিয় বানিয়ে দেয়। কিন্তু সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি সমাজের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনতাকে সংগ্রামে সামিল করে। যদিও এর পরিধি ছোট, তাহলেও নতুন বিকল্প সমাজের ভাবনা মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে নাড়া দেয়।

তাই আজ ছত্তিশগড়ের প্রতিটি সংগ্রাম শোষণহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, প্রতিটি নির্মাণ সংগ্রামকে আরও তীব্র আরও বিকশিত করে।

আজ যখন সুবিধাবাদ, ভোগবাদ ও ক্ষমতালোভ সংসদীয় দলের নেতৃত্বে প্রকট, যখন বিপ্লবী শক্তিগুলি দিশাহীনতার অন্ধকারে ডুবে আছে, তখন কমু নিয়োগীর সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি আমাদের সামনে একটি নতুন দিশা ও নতুন আলোর সন্ধান। এই রাজনীতির বিকাশের মধ্যে আগামী দিনে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই আরও তীব্র ও আরও গতিশীল হতে পারে। ছত্তিশগড়ে জন আন্দোলনের বিকাশ এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

পুর্ণেন্দু বসু, ২৮।৯।৯২

●

...ছত্তিশগড় মুক্তিমোর্চার নির্মাণগুলিতে ভবিষ্যৎ সমাজের ভ্রূণ লালিত পালিত হয়। শ্রেণীবিভক্ত শোষণ ভিত্তিক বর্তমান সমাজে এমন কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়, যেগুলিতে শ্রেণীবিভাজন থাকে না। সংঘর্ষ ও নির্মাণের নিরন্তর প্রক্রিয়ায় মেহনতী মানুষের মধ্য থেকে নব চেতনার নতুন নতুন মানুষ জন্ম নেয়, যারা সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়।

ছত্তিশগড় আন্দোলনের নির্মাণগুলির বৈশিষ্ট্য এরকম ঃ-

(১) গণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিকল্প-এর ধারণা পূর্ব—সাকার হয়ে ওঠে।

(২) জনতার উদ্যোগে বিকল্প স্থাপিত হয়।

(৩) মেহনতী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালায়।

(৪) এ প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, স্থানীয় resource এর ওপর নির্ভর করে। বহিরাগত সাহায্য বা অনুদানের ওপর নির্ভর করে না।

(৫) বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের অন্য শোষিত শ্রেণীর মানুষকে সেবা করে।

(৬) নির্মাণ কার্যক্রম নতুন নতুন জনসংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস হয়।

(৭) চালু জনসংগ্রামের সাথে বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সোজা সম্পর্ক থাকে।

(৮) নির্মাণ কার্যক্রম নবচেতনার মানুষ বানানোর কারখানা হিসাবে কাজ করে।

ডাঃ পবিত্র গুহ, ১৯৯২
(শহীদ হাসপাতালের
একটি দলিল থেকে)